আপনি কী চান

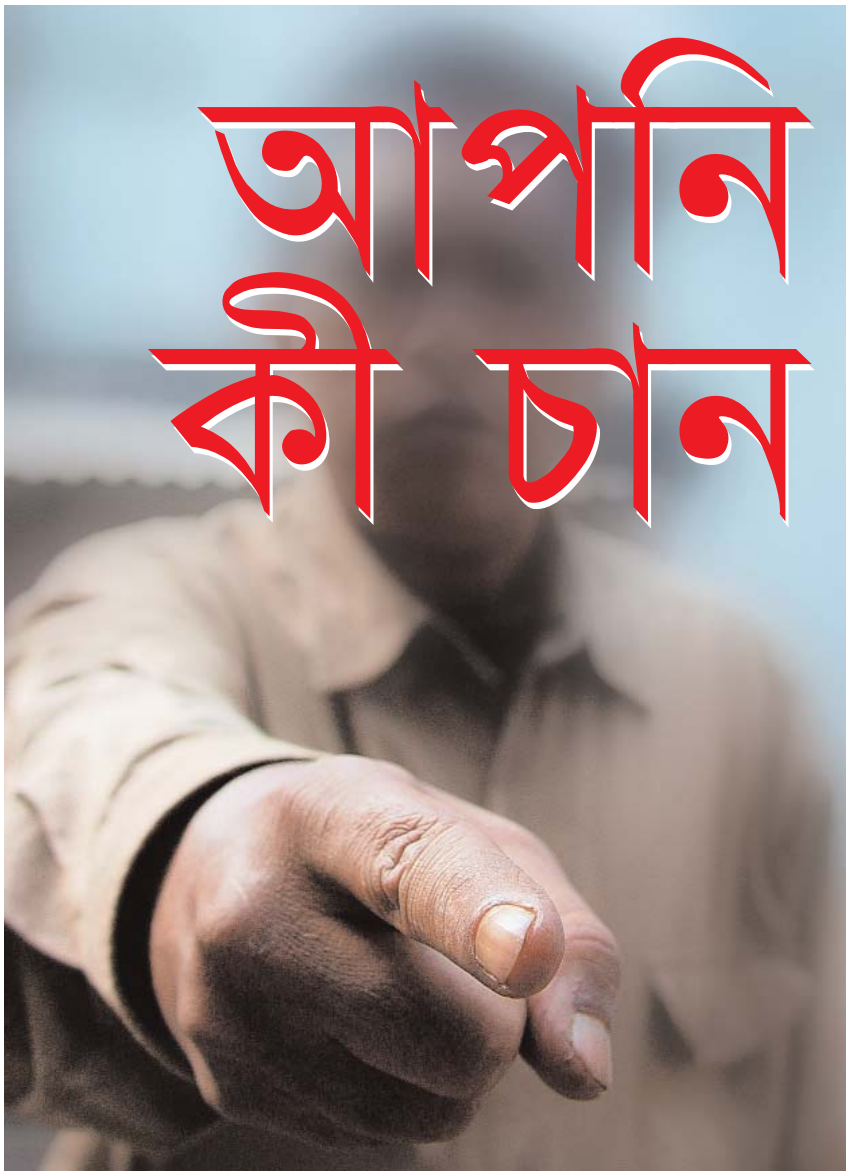

অবিশ্বাস্যভাবেই বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। এক বছরে ৩০ শতাংশ দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। ডাক্তার অর্থের লোভে রোগীকে জিম্মি করে রাখছে। শিক্ষার নামে চলছে রমরমা ব্যবসা। ঘুমন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সন্ত্রাস অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। ঘুষ, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। পারসেন্টেজ ছাড়া কোন কাজ হয় না। রাজনৈতিক নেতা ও আমলা মিলে দেশকে লুটপাট করছে। দিকনির্দেশহীন জনগণ ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে। সবাই নিজের মত করে আলাপ আলোচনায় সংকট উত্তরণের কথা বলছেন...

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা রফিকুল আলম। তিন সন্তানকে নিয়ে তিনি মিরপুর থাকেন। সীমিত আয়ে তাকে সংসার চালাতে প্রতিনিয়ত বেগ পেতে হচ্ছে। মাসের অর্ধেক না যেতেই বেতনের টাকা শেষ হয়ে যায়। বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে চাকরির জন্য বসে আছে। ঘুষ ছাড়া চাকরি পাওয়া কষ্টসাধ্য। মেয়ের স্কুলে ব্যয় বাড়ছে প্রতিবছর। স্ত্রীর চিকিৎসার নামে ডায়গনেস্টিক সেন্টারে তাকে টাকা ঢালতে হচ্ছে। অথচ তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। এর মধ্যে রয়েছে পাড়ার মাস্তানদের প্রায়ই চাঁদার দাবি। সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি। রাস্তায় জ্যাম। সব কিছু মিলে রফিকুল আলমের জীবন এখন দুর্বিষহ। চারদিকের হতাশা তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে, সব সময় ভাবে তার মুখে হতাশার কথা। শুধু এ অবস্থা এখন রফিক সাহেবই নয়, দেশের প্রায় প্রতিটি সাধারণ মানুষের। অথচ দেশের সাধারণ মানুষ নিরাপদে দিন কাটাতে চায়। তারা চায় একটি সচ্ছল জীবন। অথচ চারদিকের ঘটনা প্রবাহে তারা ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে উঠছে।

মানুষের আয় বাড়ছে না বরং নানাভাবে মানুষ হয়ে পড়ছে কর্মহীন। অথচ প্রতিদিনই বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের হিসাব থেকে দেখা গেছে দেশে গত এক বছরে ৩০ শতাংশ দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। এক বছরে মাথায় সরু চাল ১৭ টাকা থেকে বেড়ে ২২ টাকা হয়েছে। এক কেজি চালের দাম বেড়েছে ৫ টাকা। মণ প্রতি গড়ে ২০০ টাকা বেড়েছে। রোজার আগে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ১৮ টাকা ছিল। রোজার সময় পেঁয়াজ ৩৬ টাকা করে বিক্রি হয়েছে। এখন একটু কমে ৩২ টাকা হয়েছে। ২০ টাকার কাঁচা মরিচ রোজার সময় হঠাৎ ৮০ টাকা দরে কিনতে হয়েছে। মসুরির ডাল ৩২ টাকা থেকে এখন ৪৮ টাকা। শীতের সবজি কোনোটির দাম কেজি প্রতি ২০ টাকার নিচে নয়। অবিশ্বাস্যভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বৈঠক করছেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে। জনগণ এ বৈঠকের কোনো ফল পাচ্ছে না। বরং বৈঠকের পর দ্রব্যমূল্য আরো বাড়ছে। সরকার বলছে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের কম শুল্কে খাদ্যদ্রব্য আমদানি অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। তারপরও কেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে! সরকারের কাছে তার কোনো উত্তর নেই। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি। পুলিশ, জোট সন্ত্রাসী মিলে চাঁদাবাজির রাজ্য কায়েম করেছে। তার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ের ওপর। চাঁদার টাকা বাজারের বাজেট থেকে পরোক্ষভাবে দিতে হচ্ছে।

মতামত দিন

ঈদের ছুটিতে আলোচনায় বসতেই দু'এক কথার পরই আসে দেশ প্রসঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যমূল্য আর রাজনীতির কথা। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাজনীতিবিদদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ে তীব্র হতাশায় নানা কাহিনীতেই চলতে থাকে আলোচনা। ডাক্তার বলেন, তার সেক্টরে কিভাবে দলীয়করণ চলছে, সেনা সদস্য জানান, কিভাবে পুলিশ আর রাজনীতিবিদরা সন্ত্রাসকে লালন করছে। গৃহিণী বলেন, সংসার চালানোর জন্য তাকে কত কষ্ট করতে হচ্ছে, জিনিসপত্রের অত্যধিক দামের কারণে। প্রত্যেকেই অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি। সমাধান জানা আছে প্রত্যেকেরই। কিন্তু এও জানা, এসব সমাধান এভাবে হবে না। কারণ যাদের হাতে দায়িত্ব তারাই তো সমস্যার নায়ক।

আপনি যেভাবে জীবনযাপন করছেন, পড়ছেন অসংখ্য অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায়। আপনার মনেও আছে সমাধান। হয়তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন আপনার সেক্টরকে কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। অথবা কোন কাজটি করলে, কিভাবে করলে সুন্দর বাংলাদেশ তৈরি সম্ভব। সাপ্তাহিক ২০০০ চায় সাধারণ মানুষের মতামত সবাই জানুক। সমাধান হয়তো এখন হবে না। কিন্তু সমাধানের পথ তো জানা হবে। লিখে ফেলুন আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়। নাম প্রকাশ করতে না চাইলে লিখবেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

আমার মত
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো মানুষের বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। দূরপাল্লার লঞ্চ, ট্রেনের টিকিট অতীতের মতো এবারও কালোবাজারিরা আগেই কেটে ফেলে। দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয় টিকিট। ঈদে ঘরে ফিরতে গিয়ে পথেই ৬৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছেন ৩ শতাধিক। ডাকাতদের সহযোগিতা করার অভিযোগে ঈদের আগের দিন পুলিশের গাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা অগ্নিসংযোগ করে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের মিরসরাই এলাকায় দীর্ঘ ৯ ঘন্টা জনতা অবরোধ করে রাখে। এ কারণে ঈদে ঘরমুখী হাজার হাজার যাত্রীকে অমানবিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। সরেজমিনে রাজধানীর বাস স্টেশনে গিয়ে দেখা গেছে, একই সিটের টিকিট কাউন্টার থেকে কয়েকবার বিক্রি হয়েছে। পরে যাত্রীদের বাধ্য করা হয়েছে বাসে দাঁড়িয়ে, ছাদে যেতে। মূলত দেশের পরিবহনের মালিক, শ্রমিকদের হাতে সাধারণ যাত্রীরা জিম্মি। তারা প্রতিনিয়ত যাত্রীদের হয়রানি করছে। অধিক ভাড়া নিচ্ছে। যাত্রীদের নীরবে সহ্য করে যেতে হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে রাস্তায় জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

দেশের উত্তরের ১০টি জেলায় এখনও চলছে মঙ্গা পরিস্থিতি। এ জেলাগুলোর অভাবী মানুষকে ধান কাটার আগে অভাবে পড়তে হয়। এ বছর এ পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। মঙ্গার কারণে ১০ জেলার অর্ধেক মানুষ অনাহারের শিকার হয়েছে। সরকার আগে থেকে পরিস্থিতির মোকাবেলার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে যে ত্রাণ যাচ্ছে তাও লুটপাট হয়ে যাওয়ার খবর আসছে। অভাবের কারণে মানুষ অগ্রিম শ্রম বিক্রি করে দিচ্ছে মহাজন ও জোতদারদের কাছে। এ কারণে ধান ওঠার পরও অভাবী মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। অভাবী মানুষের ক্ষুধা নিয়ে চলছে রাজনীতি। সরকারি দল বলছে মঙ্গা পরিস্থিতিকে পত্রিকাগুলো বড় করে দেখিয়েছে। বিরোধী দল উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বলছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী উত্তরাঞ্চলে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। মানুষের পেটে আহার যোগান দিতে তার দল নেয়নি কোনো উদ্যোগ। মঙ্গায় না খেয়ে থাকা মানুষ শুধুই আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

দেশে ঘুষ দেয়া ও নেয়া প্রাতিষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষ না দিলে বিআরটিএ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় না। এসবি ও থানা পুলিশ ঘুষ না পেলে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনের রিপোর্ট দেয় না। ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ঘুষ খেয়ে এক জনের জমি অপর জনকে লিখে দেয়। চাকরির জন্য প্রার্থী আগেই আর্থিক লেনদেনের হিসাব কষে। ঘুষ ছাড়া অফিসের ফাইল নড়ে না। বিল পাস হয় না। সাধারণ মানুষ এখন বুঝে গেছে ঘুষ ছাড়া কাজ হবে না। টাকাই সব। এ কারণে সে ঘুষ দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে চায়। তার লক্ষ্য থাকে ঘুষ দেয়ার পর সে যেনো হয়রানির শিকার না হয়।

আজকের সন্ত্রাস অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। পুলিশের ভাষ্য মতে প্রতিদিন ১০ জন করে দেশে খুন হচ্ছে। ঈদের চারদিনে দেশে ৪১ জন নিহত হয়েছে। গত ১৯ নবেম্বর বাঁশখালিতে গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পুড়ে ১১ জন মারা গেছে। এ ঘটনার ৩ দিনের মাথায় ঝালকাঠির শেখেরহাটে একই বাড়ির ১১ সদস্যকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে। ঘুমন্ত মানুষের ওপর এতোদিন এসিড মারা হতো। ঘুমন্ত মানুষের ঘরে রাতের আঁধারে আগুন ধরিয়ে দেয়ার মতো পৈশাচিক সন্ত্রাস অতীতে হয়নি। আসলে মানুষ আজ কোথাও নিরাপত্তা বোধ করছে না। মহল্লায় খুন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে যুবলীগ নেতাকে হাসপাতালে খুন করা হয়েছে। মায়ের কোলে শিশু নৌরিন নিহত হলো। চাঁদার জন্য স্কুল ছাত্র শিহাবকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। জামাল উদ্দিনকে চার মাসেও বন্দিদশা থেকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারছে না। একের পর এক অস্ত্রের চালান ধরা পড়ছে। অথচ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলতে পারছে না, কারা, কি উদ্দেশ্যে এ অস্ত্র দেশে আনছে। সর্বত্রই মানুষ নিজেকে অনিরাপদ মনে করছে। এখন জীবনের নিরাপত্তার জন্য

বাণিজ্যমন্ত্রী বৈঠক করছেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে। জনগণ এ বৈঠকের কোনো ফল পাচ্ছে না। বরং বৈঠকের পর দ্রব্যমূল্য আরো বাড়ছে। সরকার বলছে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের কম শুল্কে খাদ্যদ্রব্য আমদানি অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। তারপরও কেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে! সরকারের কাছে তার কোনো উত্তর নেই। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি। পুলিশ, জোট সন্ত্রাসী মিলে চাঁদাবাজির রাজ্য কায়েম করেছে। তার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ের ওপর। চাঁদার টাকা বাজারের বাজেট থেকে পরোক্ষভাবে দিতে হচ্ছে...

সরকারের কাছে রাজনৈতিক নেতা, সাংসদ, সাংবাদিক, আমলা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা প্রহরী চাচ্ছেন। সরকার সম্প্রতি দেড়শ জনকে সশস্ত্র প্রহরী দিয়েছেন। শুধু বিশিষ্ট জনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেশকে নিরাপদে রাখা যাবে!

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ-এর জরিপে এদেশ আবারও দুর্নীতিতে শীর্ষে থেকেছে। মূলত দুর্নীতিতে শীর্ষে থেকে আমাদের দেশটি হ্যাটট্রিক করেছে। অর্থমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকতে এই রিপোর্টের প্রশংসা করলেও এখন তিনি ভিত্তিহীন বলছেন। এ দেশের মানুষ জানে দেশের রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, আমলা, ব্যবসায়ী কি পরিমাণ দুর্নীতিপরায়ণ। এ দেশে বিনিয়োগ করতে এসে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বিপাকে পড়তে হয়।

দেশের রাজনীতিতে চলছে টাকার খেলা। জনতাকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় গিয়ে তারা জনগণের কথা ভুলে যায়। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে। ছুটে অর্থের পেছনে। মন্ত্রী ব্যস্ত থাকে পারসেন্টেজ পাবার জন্য। এরশাদ সরকারের আমলে প্রতিটি মন্ত্রী কাজের জন্য টেন পারসেন্ট নিয়ে নিতো বলে রাজনৈতিক মহলে প্রচার পায়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কয়েকজন বর্ষিয়ান রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্ব লাভ করে কোটি কোটি টাকা আয় করার অভিযোগ রয়েছে। এখন তো বিশেষ ভবনকে পারসেন্টেজ না দিলে কাজই হয় না বলে জানা যায়...

ক্ষমতাসীন দল উৎকোচের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেয়। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন ক্ষমতাসীন দল দুর্নীতির তদন্তের নামে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আবার পারসেন্টেজ পেয়ে গেলে কাজ শুরু করার অনুমোদন দেয়া হয়। তদন্ত রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখে না।

বিদেশী দূতাবাসগুলো প্রকাশ্যে এখন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন। ডেনমার্কের পর জাপানের দূতাবাস সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারকে চিঠি দিয়েছে। মূলত দুর্নীতি সর্বত্র শিকড় গেড়ে বসেছে। ক্ষমতার বলয়ে থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অনেকেই রাতারাতি ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে দেশে কালো টাকার দৌরাত্ম্য বাড়ছে। এখন কালো টাকার মালিকেরাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। সংসদ, মন্ত্রিত্ব দখল করছে। বিদেশে গাড়ি, বাড়ি বানাচ্ছে। বাড়ছে শ্রেণী বৈষম্য।

দেশের সাধারণ মানুষ অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্য সেবা চায়। অথচ চিকিৎসার নামে মানুষ ডাক্তারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছে। ডাক্তাররা চিকিৎসার নামে রোগীকে একের পর এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাচ্ছে। প্রতি রিপোর্টের জন্য তার পারসেন্টেজ পাচ্ছেন। রোগীর প্রতি তাদের কোনো আন্তরিকতা নেই। শুধু তাদের দৃষ্টি অর্থের প্রতি। সরকারি হাসপাতালে তারা ঠিকমতো ডিউটি না করে ব্যস্ত থাকেন ক্লিনিকে। এ কারণে এখন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত ভেঙে পড়েছে। জীবন বাঁচাতে মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশে ছুটছে। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে একজন কিশোরীর মুখে তিন দিন ডাটা বিঁধে আটকে ছিলো। ঈদের ছুটির নামে ইমারজেন্সিতেও ডাক্তার ছিলো না। অথচ ঢাকার ক্লিনিকগুলো ঠিকই খোলা ছিলো। ডাক্তারী একটি মানবিক পেশা। অথচ পেশাজীবীদের মধ্যে ডাক্তারদের পচন বেশি মাত্রায় ধরেছে। মানব সেবা নয়, টাকা সেবায়ই তারা ব্যস্ত।

দেশের মেধাবী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অথচ একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। সাব রেজিস্টার, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ, পাইলট নিয়োগ প্রায়ই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে না। এদিকে পরীক্ষার্থীর চাকরির বয়স চলে যাচ্ছে। দেশে কর্মসংস্থানের ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে যুব সমাজের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। তারা অন্ধকার জগতে হাত বাড়াচ্ছে।

মানুষের আস্থার শেষ স্থল বিচার বিভাগ। এ বিচার ব্যবস্থা ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে পড়ছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে দলীয়করণের অভিযোগ উঠছে। বিচারপতির বিরুদ্ধে উঠছে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ। মানুষ ক্রমেই বিচারবিভাগের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। থমকে দাঁড়িয়েছে দেশের প্রশাসন। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব, মন্ত্রী-সচিবদের দ্বন্দ্বে প্রশাসনের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলছে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের ত্রিমুখী লড়াই। বন ও পরিবেশ, স্থানীয় সরকার, স্বরাষ্ট্রসহ প্রায় এক ডজন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছেন। এ কারণে আটকে পড়ছে ফাইল। সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। অপর দিকে চলছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বনাম হাওয়া ভবনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। সরকারের চেইন অব কমান্ড কোথা থেকে আসছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা বুঝতে পারছে না। ফলে প্রশাসনিক কমান্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মন্ত্রী, সচিবেরা এখন গা বাঁচিয়ে চলছেন। পদ রক্ষা করতেই সবাই ব্যস্ত। সংসদে এখন অকার্যকর। বিরোধীদল লাগাতার সংসদ বর্জন করে চলছে। জনগণের টাকায় পরিচালিত সংসদ সরকারি দলের সাংসদরা নিজেদের গুণকীর্তন করতে ব্যস্ত। সাধারণ জনগণের সমস্যার কথা সংসদে আলোচনা হয় না।

দেশের রাজনীতিতে চলছে টাকার খেলা। জনতাকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় গিয়ে তারা জনগণের কথা ভুলে যায়। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে। ছুটে অর্থের পেছনে। মন্ত্রী ব্যস্ত থাকে পারসেন্টেজ পাবার জন্য। এরশাদ সরকারের আমলে প্রতিটি মন্ত্রী কাজের জন্য টেন পারসেন্ট নিয়ে নিতো বলে রাজনৈতিক মহলে প্রচার পায়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বর্ষিয়ান রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্ব লাভ করে কোটি কোটি টাকা আয় করার অভিযোগ রয়েছে। এখন তো বিশেষ ভবনকে পারসেন্টেজ না দিলে কাজই হয় না বলে জানা যায়। সরকারের এক মন্ত্রী পরিবেশ দূষণ মুক্তির নামে দেশকে ভারতীয় নিম্ন মানের গাড়ির ডাম্পিং ভাগাড়ে পরিণত করেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছে। মূলত সবার মতো রাজনৈতিক নেতারাও ব্যস্ত আখের গোছাতে। এখন রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা মিলে দেশকে লুণ্ঠন করছে। অথচ রাজনৈতিক নেতাদেরই জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নেয়ার কথা ছিলো। তাদের ব্যর্থতার দায়ভার সমগ্র জাতিকে বহন করতে হচ্ছে। আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। আত্মমর্যাদাহীন, পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হচ্ছি। দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে চারিদিকে হতাশা। সর্বত্রই হতাশ কথা শুনতে হয়।

এর থেকে উত্তরণের কোনো পথই কী খোলা নেই?